দ্বিতীয় অধ্যায়

বাস্তববাদী তত্ত্ব
(Realist Theory)

রাজনৈতিক বাস্তববাদ আদর্শ ও নৈতিকতার নিরিখে নয়, বরং ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যার চেষ্টা করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট প্রাচীন। প্রাচীন ভারতের চিন্তানায়ক কৌটিল্য কিংবা প্রাচীন গ্রিক চিন্তাবিদ থুসিডাইডিডসের রচনায় বাস্তববাদী ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়। ইতালিয় চিন্তাবিদ নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি ও ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবসের বক্তব্যে বাস্তবতাবাদের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। রেইনহোল্ড নাইবুর (Reinhold Neibuhr), হানস্ জে. মরগেনথাউ (Hans J. Morgenthau), জর্জ এফ. কেনান (G.F. Kenan), কেনেথ থম্পসন (K.W. Thompson), নিকোলাস স্পাইকম্যান (N.J. Spykman), ই.এইচ. কার (E.H. Carr), জর্জ সোয়ারজেনবার্জার (G. Schwarzenberger), কুইন্সি রাইট (Quiney Wright) প্রমুখ এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান প্রবক্তা।

Paul Wilkinson তাঁর *Inernational Relations: A Very Short Introduction* বইতে বলেছেন, "In their view, international politics was a constant struggle for power, not necessarily resulting in constant open warfare, but always necessitating a readiness to go to war." অর্থাৎ এঁদের মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হল সদাই ক্ষমতার জন্য লড়াই; তার মানেই এই নয় যে সব সময় প্রকাশ্য যুদ্ধ হবে কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

বাস্তববাদের তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য হল:

প্রয়োগের কথা বলেছেন। রাজনীতিক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ধরনের চিন্তার অস্তিত্ব ও প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে রাজনীতিক বাস্তববাদীরা সম্যকভাবে অবহিত। মরগেনথাউ অপরাপর চিন্তাভাবনাকে রাজনীতিক চিন্তাভাবনার অধীনস্থ চিন্তাভাবনায় পরিণত করার পক্ষপাতী। অন্যান্য চিন্তাভাবনার সঙ্গে রাজনীতিক বাস্তবতার পার্থক্য অনস্বীকার্য। মরগেনথাউ ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত স্বার্থের দিক থেকে যাবতীয় বিষয় বিচার-বিবেচনা করার পক্ষপাতী।

বাস্তববাদী তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিজ্ঞানীদের অনেকে রাজনীতিক বাস্তববাদী তত্ত্বের কঠোর বিরূপ সমালোচনা করেছেন। সমালোচকদের মতানুসারে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কিত বাস্তববাদী চিন্তাধারা সর্বাংশে স্বীকার্য নয়। অধ্যাপক হফ্‌ম্যান, অধ্যাপক ফ্রিডম্যান এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যান্য অনেক বিশ্লেষক মরগেনথাউ-এর বাস্তববাদী তত্ত্বের বিবিধ সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

জাতীয় স্বার্থ-কেন্দ্রিক আলোচনা: রাজনীতিক বাস্তববাদ অনুসারে জাতীয় স্বার্থের ধারণা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রভাবশালী একটি ধারণা। এতদ্‌সত্ত্বেও কেবলমাত্র ক্ষমতা ও স্বার্থের ধারণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ধারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উদ্যোগ-আয়োজন সর্বাংশে স্বীকার্য নয়। আন্তর্জাতিক সমাজ, সম্পর্ক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপাদানের অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকে অস্বীকার করা যায় না।

ক্ষমতাকেন্দ্রিক আলোচনা: আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কিত মরগেনথাউয়ের বাস্তববাদী তত্ত্বে ক্ষমতার উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই মতবাদে প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক উপাদানের আলোচনাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

গতিহীন মতবাদ: রাজনীতিক বাস্তববাদী তত্ত্ব গতিশীল তত্ত্ব হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। এই তত্ত্বটি অনড় ও স্থিতিশীল প্রকৃতির। অধ্যাপক হফ্‌ম্যান-এর অভিমত অনুসারে মরগেনথাউ-এর মডেলের প্রাসঙ্গিকতা স্থিতিশীল কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। একথা ঠিক। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিস্থিতি পরিবর্তনশীল প্রকৃতির। মরগেনথাউ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক রাজনীতিক ব্যবস্থাকে আদর্শ-ধাঁচের মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এবং তদনুসারে তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিক বাস্তববাদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। স্বভাবতই পরবর্তীকালের পরিবর্তিত

দ্বিতীয় নীতি: জাতীয় স্বার্থ নির্ধারিত হয় ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং রাষ্ট্রনেতারা প্রভাবিত হন এই জাতীয় স্বার্থের দ্বারা। যুক্তি ও ঘটনার মধ্যে সংযোগ অব্যাহত থাকে জাতীয় স্বার্থের ধারণার মাধ্যমে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই জাতীয় স্বার্থের ধারণা সাহায্য করে। জাতীয় স্বার্থের ধারণা আলোচিত হয় রাষ্ট্রের ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে। এই ধারণাই আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করেছে রাজনীতির বাস্তবতাকে।

তৃতীয় নীতি: জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্গে জাতীয় স্বার্থের ধারণা সম্পর্কযুক্ত। দেশের বৈদেশিক নীতি জাতীয় স্বার্থের ধারণা থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন হয় না। রাজনীতির নির্যাস নিহিত আছে স্বার্থের ধারণার মধ্যে। পররাষ্ট্র নীতি প্রণীত হয় রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের মধ্যে। এর উপরই স্বার্থের প্রকৃতি নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের উপর নির্ভরশীল থাকে ক্ষমতার বিষয়বস্তু এবং তার প্রয়োগ-পদ্ধতি। ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বার্থকে বিশ্লেষণ করা হয়। এই স্বার্থই পররাষ্ট্র নীতির সাধারণ রূপরেখা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থ নীতি: ব্যক্তিগত জীবনে ও ব্যক্তিগত আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি ও আদর্শের মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। স্বভাবতই ন্যায়-নীতি এবং মতাদর্শ ও মূল্যবোধের জন্য ব্যক্তি-মানুষকে ত্যাগ স্বীকার করতে দেখা যায়। কিন্তু জাতি বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। রাজনীতিক বাস্তববাদ অনুযায়ী সর্বজনীন ন্যায়-নীতির ধারণাকে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবর্গ এক ধরনের নীতি অনুসরণ করে; সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় স্বার্থ সাধনের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নীতি অনুসরণ করে।

পঞ্চম নীতি: রাজনীতিক বাস্তববাদে নির্দিষ্ট কোনো রাষ্ট্রের ন্যায়-নীতিমূলক বিষয়াদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতিমূলক বিধি-ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। আদর্শ ও ন্যায়-নীতিকে পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। রাজনীতিক বাস্তবতার ধারণা অনুযায়ী বিশেষ একটি জাতির ন্যায়-নীতিমূলক বিধি-ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। মরগেনথাউ বলেছেন সাধারণত জাতিমাত্রেই স্ব স্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কাজকর্মকে সর্বজনীন ন্যায়-নীতির ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। তবে ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত স্বার্থের ধারণা নৈতিকতা ও রাজনীতির অজ্ঞতার বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতে পারে।

ষষ্ঠ নীতি: মরগেনথাউ রাজনীতিক ক্ষেত্রের স্বাধিকারের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি রাজনীতিক ক্রিয়াকর্মের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রাজনীতিক বিধি-ব্যবস্থার মানদণ্ডের

পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিক বাস্তববাদ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে হীনবল হয়ে পড়েছে।

ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে অবহেলা: পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম নির্ধারক হিসেবে স্বার্থ সংরক্ষণ বা স্বার্থ সাধনের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে জাতীয় মূল্যবোধ বা ঐতিহ্যকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা যেকোনো রাজনীতিকের পক্ষেই কার্যত অসম্ভব।

মানব প্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণা ঠিক নয়: মরগেনথাউ রাজনীতিক বাস্তববাদী তত্ত্ব পর্যালোচনার প্রাক্কালে মানব প্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণার অবতারণা করেছেন। মানুষ আক্রমণাত্মক প্রকৃতিসম্পন্ন এবং রাষ্ট্রও প্রকৃতিগতভাবে অভিন্ন। খারাপ প্রবণতার প্রাধান্যের কারণেই মানুষ সব সময় কাজ করে একথা সব সময় ঠিক নয়।

অতিমাত্রায় সরলীকৃত: অধ্যাপক হফম্যানের অভিযোগ অনুসারে মরগেনথাউ-এর রাজনীতিক বাস্তববাদী তত্ত্ব হল অতিমাত্রায় সরলীকৃত এক তত্ত্ব।

মূল্যায়ন: এতদ্‌সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা সম্পর্কের আলোচনায় রাজনীতিক বাস্তববাদের সদর্থক অবদান অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে কতকগুলি বিষয় উল্লেখযোগ্য (ক) রাষ্ট্রনীতির বাস্তবতার তত্ত্বের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমাজের সক্রিয় কুশীলব হিসেবে জাতি-রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; (খ) সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় স্বার্থের আলোচনা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যতম মূলসূত্র হিসাবে জাতীয় স্বার্থের ধারণার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না; (গ) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্বাধিকার স্থিরীকরণমূলক বিভিন্ন উপাদান রাজনীতিক বাস্তববাদের মাধ্যমে গুরুত্ব পেয়েছে; (ঘ) রাজনীতিক বাস্তববাদের সুবাদে আন্তর্জাতিক সমাজে সংঘটিত ঘটনাসমূহের সীমানা সম্পর্কিত একটি নির্ভরযোগ্য মানচিত্র পাওয়া যায়; (ঙ) বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মার্কিন রাজনীতির ক্ষেত্রে বাস্তববাদী তত্ত্বের ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য; এবং (চ) ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিক বাস্তববাদের মাধ্যমে মরগেনথাউ আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল ধারার একটি অর্থবহ পরিচয় প্রদানের ব্যাপারে যুক্তিগ্রাহ্য উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছেন।

নয়া বাস্তববাদ (Neo-Realism)

সাবেকি বাস্তববাদের রূপান্তর ঘটান কেনেথ ওয়ালজ্ (Kenneth Waltz)। ওয়ালজ্-এর বক্তব্য হল আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে দেখা উচিত। ওয়ালজ্-এর মতে বৃহত্তর বিশ্বকাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্রগুলি সক্রিয়,

- রাষ্ট্রবাদ (Statism) অর্থাৎ রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল কর্মকর্তা (basic actor)।
- অস্তিত্বরক্ষা (Survival) অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য নিজের অস্তিত্বরক্ষা।
- স্ব-সাহায্য (Self-help) অর্থাৎ স্বশক্তি বলে রাষ্ট্র নিজেকে সুরক্ষিত রাখবে।

বাস্তববাদী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিজ্ঞানীদের অভিমত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক রাজনীতিক ক্ষেত্রে সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহই হল কর্মকর্তা। রাষ্ট্র মাত্রেই স্বীয় সর্বাধিক জাতীয় স্বার্থ সাধনের ব্যাপারে সর্বতোভাবে সক্রিয় হয়। স্বভাবতই আন্তর্জাতিক রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তিকেন্দ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জাতির সামরিক শক্তিকে জাতীয় স্বার্থ সাধনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করা হয়। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় শক্তিকেন্দ্রিক ভারসাম্যমূলক হাতিয়ারের মাধ্যমে। বিশ্ব-রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রধান প্রেরণামূলক উপাদান হল জাতীয় স্বার্থের বিচার-বিবেচনা।

মরগেনথাউ-এর বাস্তববাদী তত্ত্ব:

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা অনুশীলনের ক্ষেত্রে একটি অর্থবহ মতবাদ প্রয়োগের ব্যাপারে মরগেনথাউ বিশেষভাবে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেন। বাস্তববাদী তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। মরগেনথাউ-এর বাস্তববাদী তত্ত্ব অভিজ্ঞতাবাদী। মরগেনথাউ ছ'টি মৌলিক নীতির ভিত্তিতে রাজনীতিক বাস্তবতার বিষয়টি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এই ছ'টি নীতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথম নীতি: রাজনীতিক বাস্তববাদ অনুযায়ী কিছু বিষয়গত বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হয়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এই সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার উৎস বর্তমান।

রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির রূপরেখা নির্ধারিত হয় বাস্তব ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে। বাস্তব বা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বা কাজকর্ম পরিচলনা করে তদনুসারে বৈদেশিক নীতির চেহারা-চরিত্র নিরূপিত হয়। মুখ্য বিচার্য বিষয় হল রাজনীতিকরা বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কী করেন বা কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যাদি ও ঘটনাবলিকে অর্থবহ করে তোলা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে যুক্তিগ্রাহ্য একটি কাঠামো গড়ে তোলা দরকার। এই কাঠামোর ভিত্তিতে রাজনীতিক বাস্তবতার বিচার-বিবেচনা করা সম্ভব হবে।